নেলসন ম্যান্ডেলার সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী

১৯১৮ - ২০১৩

যেখানের দিগন্ত উন্মুখ হয়ে থাকে তার প্রকৃতিতে অমৃত বীজ পুঁতে দিতে, সে বীজ কোনো অত্যাচারে যুদ্ধে ধ্বংস হবে না। সেই রকমই একটি বীজ প্রকাশ হল বা হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার থেমবু ক্যাডেট শাখার কেপ প্রদেশের ট্রান্সকেই অঞ্চলের মাটিতে। নাম মাদিবা, প্রযত্নে নেলসন ম্যান্ডেলা। যেখান থেকে মাদিবার চলন, সেখান থেকেই ম্যান্ডেলার ইতিহাস শুরু হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা ওটা আমারও দেশ, আমাদের প্রত্যেকের। আমরা যারা কালমানুষ আমাদের। ভারত আমার জন্মভূমি হলে, দক্ষিণ আফ্রিকা আমাদের হৃদয়াস্থ। সেই স্বপ্নের সোনাদেশ। আমরা যারা নেটিভ, কালা আদমি, ওরা মানে, দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্র, কৃষ্ণাঙ্গ। গোড়া ভূজঙ্গ বোথা সরকারের কাছে ছিল পরাধীন দীর্ঘ বছর। মাদিবা তো ২৭ বছর বন্দি ছিল কারাগারে। ভীষণ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা এল। অবশেষে মাদিবার মুক্তি। হল—

১৯১৮, ১৮ জুলাই ঃ নেলসন ম্যান্ডেলা ডাক নাম মাদিবা, জন্মগ্রহণ করেন দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসী থেমবু রাজবংশের ক্যাডেট শাখার কেপ প্রদেশের ট্রান্সকেই অঞ্চলে।

১৯২৭ ঃ বাবার মৃত্যু! মাদিবার দায়িত্ব নেয় থেমবু সম্প্রদায়ের সর্দার। তখন তার বয়স ৯ বছর।

১৯৪৩ ঃ যোগ দিলেন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে। এএনসি এবং ওই বছরেই সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ বিএ পরীক্ষায়।

১৯৪৪ ঃ মাদিবা, অলিভার টেম্বো আর ওয়াল্টার মিসুলু কে সঙ্গে নিয়ে গঠন করলেন যুবদল এএনসি এবং ওই বছরেই বিবাহ। এভেলি কে (প্রথম বিবাহ)'

১৯৪৮ ঃ ন্যাশনাল পার্টির জয়লাভ, ক্ষমতা দখল এবং মুক্তি সনদ প্রণয়ন করা হয়। এবং ওই বছরের মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা।

১৯৫৫ ঃ শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার সম্পত্তির। মানবাধিকার চেয়ে স্বাধীনতার সনদ। গঠিত হল কংগ্রেস অব দি পিপলস্।

১৯৫৬ ঃ মাদিবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অভিযোগ, জড়িয়ে পড়লেন ১১৫ জন রাজনৈতিক কর্মী ও সদস্য। এবং পরবর্তীকালে অভিযোগ বাতিল হয়।

১৯৫৭ ঃ বিবাহ বিচ্ছেদ।

১৯৫৮ ঃ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন উইনি মাডিকেজেলাকে।

১৯৬০ ঃ কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার খর্ব। আইনের প্রতিবাদ। এবং তার জন্য গুলি চালায় সরকার। আপমর শিশু বালক বালিকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যুবক-যুবতীদের ওপর। ৬৯ জন আফ্রিকান আদিবাসি নাগরিক মারা যায়। এবং এএনসি পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। ওই বছরই গুপ্তদল গঠিত হয়।

১৯৬১ ঃ মাদিবা এএনসি-র সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন উমোখন তো উই সিয়ওয়ে (দেশের বল্লম) নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রবেন দ্বীপের ৭/৮ ফুট কারাগার ছিল তারজন্য।

১৯৬২ ঃ শ্রমিক ধর্মঘটের নেতৃত্ব নিয়ে দেশের বাইরে যাওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন মাদিবা। পাঁচ বছরের কারাদন্ড। (২৫ অক্টোবর)

১৯৬৩ ঃ আফ্রিকান গোড়া সরকারকে উৎক্ষাত করার অভিযোগে 'বিভোনিয়া ট্রায়াল' শুরু হয়।

১৯৬৪ ঃ মাদিবাসহ আরও সাতজন দোষী সাব্যস্ত হলেন। ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড।

১৯৬৮ ঃ মাদিবার মা ও তাঁর ছোট ছেলে, গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়। কিন্তু তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হাজির হতে অনুমতি মেলেনি সরকার থেকে!

১৯৬৯ ঃ মাদিবাকে মুক্ত করার জন্য কারাগারে হামলা। এবং উইন্টিরসহ দক্ষিণ আফ্রিকার গুপ্তচররা অংশ নেয়। উদ্দেশ্য ষড়যন্ত্র। গুপ্তচররা ক্রস এনকাউন্টারে মাদিবাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত। কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দারা এই চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়।

১৯৭৫ ঃ স্ত্রী উইনিকে চিঠি কারাগার থেকে। মাদিবা চুনা খনি পাথরের শ্রমিক। তাকে ডি গ্রুপ শ্রেণি বন্দী বলে গণ্য করা হয়। কারাগারে বর্ণভেদ প্রথা ও বর্ণবিদ্বেষ চালু ছিল। চিঠির অপছন্দের জায়গাগুলো কে কালি ঢেলে দিয়ে পড়তে দেওয়া হতো বন্দিকে।

১৯৮০ ঃ মাদিবার সহযোগীরা তার মুক্তির দাবিতে দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায় প্রচার ও আন্দোলন শুরু করে দেয়।

১৯৮১ ঃ 'ইনসাইড বস'-এ আত্মজীবনীতে বোথা সরকারের গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস।

১৯৮২ ঃ রবেন দ্বীপে কারা বন্দি কালেই কং সশস্ত্র শাখা উমখোন্ত উই সিজউই প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৮৫ ঃ রাষ্ট্রপতি ডব্লিউ বোথা দক্ষিণ আফ্রিকার সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ত্যাগ করার প্রস্তাব দেয় ম্যান্ডেলাকে। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করেন মাদিবা ওরফে নেলসন ম্যান্ডেলা। ম্যান্ডেলা বলেন, বন্দিরা কখনও চুক্তি স্বাক্ষর করে না। Never Never and Never again... মুক্ত মানুষরাই আলোচনায় বসতে পারে।

১৯৮৬ ঃ আন্তর্জাতিক ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাহায্য ও ঋণ দিতে

নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বোথা সরকার।

১৯৮৮ ঃ নেলসন ম্যান্ডেলাকে ভিক্টর ভার্সটার কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। মুক্তি হওয়া পর্যন্ত এই কারাগারেই ছিলেন। এবং সারা বিশ্ব জুড়ে আওয়াজ ওঠে ম্যান্ডেলার মুক্তি চাই, বন্দি নাম্বার - ৪৬৬৪

১৯৯০ ঃ নেলসন ম্যান্ডেলাকে ১১ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেওয়া হয়। আর এই বছরেই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন।

১৯৯৩ ঃ ভিক্টর ভার্সটার কারাগার থেকে মুক্তি। এবং ওই বছরেই ম্যান্ডেলাকে নোবেল সম্মান দেওয়া হয়।

১৯৯৪ ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা। ৪০০ আসনের মধ্যে মাদিবার এএনসি পায় ২৫২ আসন।

১৯৯৮ ঃ ৮০তম জন্মদিনে তৃতীয়বার বিবাহ।

১৯৯৯ ঃ এই পর্যন্ত নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং মানুষের ভালবাসা ও জনপ্রিয়তার জন্য আজীবন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারতেন। কিন্তু তা ম্যান্ডেলা করেননি, মানুষ, মানুষ ধর্মই ছিল তার ধর্ম—

২০০১ ঃ ম্যান্ডেলার প্রোস্টেট ক্যানসার ধরা পড়ল শরীরে।

২০০৪ ঃ নেলসন ম্যান্ডেলা ও দলাই লামা শেষ সাক্ষাৎ জোহানেসবার্গে এবং আন্তর্জাতিক এইড্‌স কনফারেন্সে ব্যাঙ্ককে ভাষণ।

২০০৭ ঃ ব্রিটেন মূর্তি স্থাপন পার্লামেন্ট স্কোয়ারে মাদিবার।

২০০৮ ঃ ৯০তম জন্মদিন পালন ম্যান্ডেলার।

২০১০ ঃ জোহানেসবার্গে বিশ্ব ফুটবল কাপের আসরে স্ত্রীসহ নেলসন ম্যান্ডেলা হাজির।

২০১৩ ৬ ডিসেম্বর ঃ নেলসন ম্যান্ডেলা প্রয়াণ—৯৫ বছর।

২০১৩ ১৫ ডিসেম্বরঃ শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় কুনুতে। বিশ্বের হাজার অতিথি ও বিশিষ্ট গুণিজনেরা উপস্থিত ছিলেন। সমাধিস্থ হবে তার বাড়ির সামনে বিস্তীর্ণ একটি টিলার ওপর।

নরহরি দাস